সিনেমাটিক

অর্ঘ্যদীপ রায়

(১)

ম্যানহাটন শহরের কথা। তুষারাবৃত সম্পর্কেরা। অথবা হিমাঙ্কের শীতলতাকে তছনছ করে একটি একাকিনী এপার্টমেন্টে কোনো আকস্মিক নারীর ঘরকন্না। কোন সূর্যকে মেনে নেওয়া যায় ? যে সূর্য অর্বাচীন অথচ তার জায়মান উত্তাপে মুগ্ধ হয় মন নাকি একটি প্রাচীন সূর্য যার বহুমাত্রিক ট্যান বহুকাল যাবৎ কোনো পুরুষের গায়েই বেশিদিন টেকেনি ? এক অষ্টাদশী যে স্টেশন ছাড়ার প্রাকমুহূর্তে বলে, 'অপেক্ষা কোরো'? নাকি একটি যৌবনের সানুদেশে ভ্রমণ করা নারী যে বলে, 'সব ফেলে চলে এসেছি তোমার কাছে'? বয়স ও ভালোবাসার এই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে বিস্মিত হয়ে ওঠে মানুষটি। ভাবে, যে অতীত বৃহদন্ত্র বেয়ে কবেই বয়ে গেছে মোহনার দিকে তার অধঃক্ষেপ পলিমাটি আজো কেন লেগে থাকে দেওয়ালে সিলিঙে ? কেন আজো নাব্যতার ইতিহাস বহন করে বেড়ায় এই শরীর ?

অষ্টাদশী আসে, মিনিমালিজম বুঝতে চায়। তার চোখে অদম্য অনুসন্ধিৎসা, একটি বাল্মীকির অতীত-রত্নাকর তাকে অভিভূত করে। একটি সদ্যফোটা করবী-আলোয় স্থাপন করতে চায় কোনো পদ্যময় চুম্বন সে ঋষির কপালে। ঋষি বলেন, 'আজন্ম বইয়ের মলাট দেখেছো তুমি বালিকে, বই খুললেই দেখবে অনেক বিভ্রম, কত কিন্নরের সাথে দেখা হবে তোমার পথের দুধারে। তাদের সাথে দেখা করো, এ অনুর্বর সত্ত্বা ভুলে মাতো একটি তেফসলী মায়ায়'। অষ্টাদশী বলে, 'যে বর্তমানকে আবহমান বলে মনে হয় তাকে ফেলে আমি কোন ভবিষ্যতের ফুলগুলিকে সাজিতে রাখি'? একটি মন ও কয়েকটি ট্রেনের টিকিট সে ফেলে আসে ঋষির কাছে। ঘটনাক্রমে ভুল ভাঙে ঋষির। দেখেন, যে রত্নাকর সত্ত্বা ফেলে এসেছেন অতীত-গহবরে আজ সেই তাকে টেনে নিয়ে যায় একটি অষ্টাদশীর স্থিতধী পুকুরের দিকে। সে যে প্রতীক্ষা করে আছে কবে একটি ঢিল হিল্লোল জাগিয়ে তুলবে তার মেদুর শীকরগুলিতে। সেই শিশু-পুরুষটির কাঁধে হাত রেখে সে বলে উঠবে, 'অপেক্ষা কোরো। আমি ফিরবো ঠিকই, তোমার অধীর শিকড়গুলিতে কৈশিক জলের মতো'।

প্রেরণাসূত্র - Manhattan (1979)

(২)

জ্যাজের শব্দ ছিল খুব তীব্র। যে আয়োজন পাতা থাকে ফাৎনাতে, তার বিপরীতধর্মী আবহ যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে এ অকিঞ্চন পুকুরখানি। তার দক্ষিণ তীরে সাজিয়ে রাখা গুলঞ্চ, নাভিতে পান্থপাদপ। নারীর খুলে রাখা ওভারকোট সঠিক মুহূর্তে ক্যাচ ধরতে ব্যর্থ হয় পুরুষ। একটি বিচ্ছেদ-ব্যথা স্পষ্ট জেগে থাকে সিলিঙে দেওয়ালে। এমনকি আফটার শেভ লোশনে জুঁই ফুলের গন্ধ আরো বেশি ঘোলা করে দেয় দীঘির স্ফটিক মন। যে মন একটি গোল্ডফিশ পুষতে পারে, যার গায়ে জমা শ্যাওলা আটপৌরে মনে হয়, সে পুকুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে শতাধিক মৎস্যকন্যার উপস্থিতিতে। প্রাক্তন মৎস্যকন্যা বেরিয়েছেন পৃথিবী ভ্রমণে, তবু স্বপ্নে তার সবাক উপস্থিতি। এক একটি ব্যর্থতায় সে আশাহত। জড়িয়ে আসা চুল-তোয়ালেও বীতকাম করে দেয় একটি ঘুপচি ঘরের স্বপ্নময়তা।

এমনটা হতেই পারতো, যে শেষ কফিতে সে মত পরিবর্তন করলে। বললো, ওই মৃত্যুমুখী কাগজপত্র সই করার চেয়ে একটি নিষ্প্রভ পুরুষকে অনিমিখ দেখা ভালো। যেভাবে একটি মোমবাতি ক্ষয়ে আসে ক্রমান্বয়ে কিন্তু তার উদ্বৃত্ত পুঁজিতে লেখা থাকে একটি অতীত হুড়মুড়ে জীবন। কখনো সিনেমা দেখতে গিয়ে পুরুষ ভুলে যায় কবোষ্ণ নারীর কথা। কখনো রাতঘুমে বিড়বিড় করে ক্লাইমেক্সের গুণাগুণ নিয়ে। যে মোমবাতি নিভে গেছে সংসারে ,তার আরেকটি শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখে পৃথিবীকে। তার আরেকটি ব্লাইন্ড ডেটের রাত অসফল হয়ে ওঠে অতীতভারে। তার আরেকটি নীল আলোর বারে জুয়াড়িরা তুলে নিয়ে যায় কোনো মধ্যরাতের প্রেয়সীকে। পুরুষ ঘরে ফেরে। দেখে মৎস্যকন্যা জেগে থাকে টেবিল ল্যাম্পের মেদুর ছায়ায়, একটি আসন্ন মৃদু স্কিৎসোফ্রেনিয়ার আঁচে।

প্রেরণাসূত্র - Play It Again, Sam (1972)

(৩)

কথা হচ্ছিলো সিনেমার। কিভাবে আততায়ী টেনিস খেলোয়াড়কে মিথ্যে খুনে ফাঁসাতে তার নামাঙ্কিত লাইটার ফেলে আসতে যায় একটি মেরি-গো-রাউন্ড মেলায়। অপেক্ষা করে সূর্যাস্তের। যখন দিগন্তে প্রবল হয়ে আসে অস্তরাগের মাধ্যকর্ষণগুলি। তোমাকে কি অমন সিনেমায় মানাবে? তোমার মঞ্চজোড়া হাসি ও গুলঞ্চ চলাচল কি হিল্লোল জাগাতে পারবে একটি আততায়ীর বুকে? তাহলে বদলে যাবে গল্প। একটি ঢিল পড়বে পুকুরে। যার গভীরে কোনো মৎস্যকন্যার অনাবিষ্কৃত শীতের দিনগুলি রাখা ছিল। যে আইসক্রিমের দোকানগুলি পাতাঝরা ফ্লেভার তৈরী করবে ভেবেছিলো, তারা পীচ ফলের খোঁজ শুরু করলো। তুমি কোন ক্লু রেখে গেছো ঘাসবালিশে, তা খুঁজতে পুলিশ এলো। পুকুরতলার ডেরার কথা জানতো না তারা। ভাবেনি যে অমন অকুস্থলে রাখা থাকবে ভালোবাসার কাহনগুলি। ডুবুরি হয়ে উঠতে পারেনি সেই উর্দিপরা শীতদূতেরা। চোখে পড়েনি প্রাচ্যের কুকলুকানি ও কুমীর-ডাঙ্গা। গেলো মাসেই নৌকা বানিয়েছিলে এ-ফোর কাগজে। এফোঁড় ওফোঁড় সুচে লেখা থাকে পশমগন্ধী নিশাচরেরা। সকালের ভ্রাম্যমান ডাস্টবিনের এলার্মও তুমি মিস করতে না। আর অমন নাজুক খুনীকে কেই বা খুঁজে পাবে এই স্থূল প্রবাসে ? তাদের গোঁফের গায়ে সর লেগে থাকে না উচ্ছিষ্টের। দিবানিদ্রার পারদ প্রশংসা লেপ্টে থাকে না টিপ-মাখা আয়নার পেছনে। ইতিউতি ভেবে চলে যায় তারা প্রাঙ্গন ছেড়ে। পোকাগুলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তাদের বাড়তি এয়োতি, তুমি এসেছো তাই। তাদের উপচে পড়া মেকআপ। তাদের আহ্লাদের চুড়ি পরতে শিখিয়েছো তুমি। জানিয়েছ, পুরোনো প্রসাধন বিনিময়ে কিভাবে বাসন কিনতে তুমি রাতভোর। নিঃশেষ হয়ে গেলো থ্রিলার উপন্যাসের সম্ভাবনা। তোমার পাদদেশে একটি পুরুষ ভায়োলিন সাজিয়ে বসে থাকে। ক্লুগুলিও দ্রবীভূত হয়ে গেলো জল-বাতাসায়।

প্রেরণাসূত্র - Strangers on a Train (1951)

(৪)

অনিকেতদের সাথে কাটানো এক রাত পেরিয়ে এক ফটোগ্রাফার পা রাখেন বাস্তবের রাস্তায়। মানুষ হেঁটে চলেছে অবিরাম, আজ নেই কোনো ধর্মঘট। অথবা প্রসঙ্গ নেই কোনো সামাজিক ও মানসিক বিপ্লবের। সূর্য নেই, যেমন নেই উত্তেজনাময় কোনো নারী দেহলীতে। একজন আছে, জ্যাজের মতো। ছুঁয়ে যায় কিন্তু ইন্দ্রিয় বন্ধ থাকে। তার কোনো স্বাদ নেই, নেই কোনো বর্ণ বা গন্ধ। একটা নাম আছে, আছে মেডুলা অবলংগাটা। আছে কশেরুকা। কিন্তু তার সাথে থাকা যায় না। কখনো স্বপ্ন আসে সে নারীর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে একটি শিশু। কিন্তু তাকে তৈলাক্ত অবস্থায় রেখে আসতে ইচ্ছে করে না কোনো প্রাচ্যরোদে।

অনেক তন্বী অপেক্ষা করছে স্টুডিওতে। অনেক সমান্তরাল কাচ এর ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা বিস্বাদ নারীরা, যারা ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভুলে গেছে কিভাবে ক্যান্ডিড হাসতে হয়। কিভাবে উৎসারিত হয় যৌনতা চোখের চাহনিতে, যেভাবে তরুক্ষীর ক্ষরণ করে একটি ঋতুমতী গাছ।

সবকিছু নিস্তেজ। সবকিছু হাজার রহস্য নিয়েও প্রকট নির্লিপ্ততায়। যেন একটি উত্তল লেন্সের নিচে কোনো বাঁজা নিরুত্তর বার্ষিক পরীক্ষার খাতা লাল কালিতে ভরিয়ে তুলছেন এক প্রবীণ শিক্ষক। তার মধ্যাহ্নভোজে পেঁপে-লাউ ঝোল। তার সান্ধ্যবিহার ঘটনাহীন। গোধূলির বিষণ্ণতা তাকে ব্যাহত করে না। সন্ধ্যেবাজার পেরোতে পেরোতে তিনি দেখে নেন কিভাবে অনাদরে এক কোণে পড়ে আছে এক ঝুড়ি কাঁচকলা। ক্রেতারা ভিড় জমাচ্ছে একটি ব্রয়লার জুয়াখেলায়।

অবশেষে রহস্য ঘনালো। একটি অবৈধ চুম্বনের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক আততায়ী। শুকিয়ে নেওয়া নেগেটিভ এ সত্য প্রকাশ করলো। জুম করতে করতে দেখা গেলো আততায়ীর ঝাপসা মুখ। কিন্তু এ নিষ্প্রয়োজন ছিল। যে পৃথিবী সম্পর্কের জোয়ার ভাটায় আন্দোলিত হয়, পূর্ণিমা অমাবস্যায় বাড়ে বাতের ব্যথা, সেখানে একটি খুন কোনো অঘটন নয়। তা অবশ্যম্ভাবী, অবধারিত অথবা অযথা। যে মৃত্যু স্পর্শ করে একটি আপাত নিরুত্তাপ ফটোগ্রাফারকে, মনে হয় একাদশীর শীতে এক বিধবার সিঁদুর পরার ইচ্ছে হলো খুব। ইচ্ছে হলো বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখা আয়নায় দেখে সে নিজের মুখ। ক্লিন্নতা গ্রাস করে চরাচরকে। মূক ও বধির প্রকৃতিও কোনো বক্স অফিস উজাড় করা সিনেমা দেখে পপকর্ন খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে।

প্রেরণাসূত্র - Blow-Up (1966)

(৫)

সূর্যাস্ত সম্পন্ন হতে যেটুকু সময় লাগে, বুড়ি ছুঁয়ে বসে থাকি আমি। কোনো তাড়া নেই, নেই কোনো অভিসারমুখী ঘরকন্নার প্রস্তুতি। একটি ঘরে দুটি মানুষ বসবাস করে তবু তাদের মধ্যে গোলার্ধ দূরত্ব। এক গোলার্ধের মুগডাল প্রতীক্ষা করে কখন আরেকটি গোলার্ধের সুচারু আঙুলগুলি তাদের স্থাপন করে বেলোয়ারী কাচের বয়ামে। এক গোলার্ধের টিফিনবাক্স প্রতীক্ষা করে কখন আরেক গোলার্ধের পুরুষ মৃদু হাসে সাজিয়ে রাখা রুটি তরকারি দেখে। উঞ্ছবৃত্তি করে গলির বেড়াল উদ্বৃত্ত এঁটোকাঁটায়।

তুমি ছিলে তার চিহ্নগুলি আমি গোয়েন্দার মতো খুঁজে নিই। ফিরতে হবে তোমার পায়ের স্নানছাপগুলি উদ্বায়ী হয়ে ওঠার আগে। ফিরতে হবে চুড়ির রিনরিন দিনগুলি অস্ত যাবার আগে। দুটি বালিশ রাখা থাকে পাশাপাশি। একটি মানুষ। তবু দ্বিতীয় উপাধানখানি পড়ে থাকে সরল বিশ্বাসে, জেগে থাকে সোঁদা বৌয়ের গায়ের গন্ধ বাসি হয়ে আসা শিয়রে। মেলে দেওয়া শাড়ি তোমার কথা বলে। সাবানের ফেনা বালতিতে থিতু হতে হতে তুমি আপিস পৌঁছে গেছো, অপর গোলার্ধে। আমি ঘুমোবো বলে তুমি রোদ মেখে নিচ্ছ ফাইল ভরা টেবিলগুলোতে। আমি পাশ ফিরবো বলে তুমি দেখে নাও ঘড়িতে কতটা সময় পরে সমাপতন ঘটবে আমাদের। তোমার নাকছাবি মিশে যাবে আমার আলনাদেশে। আমার শ্মশ্রুগুম্ফ মিশে যাবে তোমার বেলনীতে। তবু এ অদেখায় ফ্রিজে সঞ্চয় করে রাখি ওবেলার ভালোবাসা। আয়নায় একটি টিপও কী দারুণ সেজে থাকে। যেন দরজার আড়ালে প্রতীক্ষা করে থাকে তোমার সইয়েরা, তুমি থাকতে পারবে না তাই এ ব্যবস্থা। আমার জুতো লুকিয়ে রাখে তারা সিঁড়ির তলায়। আমার সিগারেটের বাক্স লুকিয়ে রাখে গোলাপ পাপড়ির আড়ালে। খিল দেওয়া অন্দরমহলের বাইরে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। শুনে নেয় ভালোবাসার বহুমাত্রিক চুপকথাগুলি।

তুমি আসার অব্যবহিত পূর্বে ধূপ জ্বালার সময় ঘনিয়ে আসে। দেখতে পাই, তুমি দু হাত জড়ো করে ঈশ্বরকে ডাকছো। বলছো, গলিপথে যেন সুগম হয় আমার সাইকেল-চলে-যাওয়া। চুল শুকোতে শুকোতে বুঝতে পারো প্রাচীন সিলিং ফ্যানের ঘড়ঘড় আওয়াজে আমার ঘুম আসে না। তুমি স্পর্শনারী, শব্দ তোমায় বিব্রত করে না। দু ঘাট ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে বাম বালিশে শুতে যাও। বোঝো, এই বৈপরীত্যই সিলিং জুড়ে সাজিয়ে রাখে মেদুর রুপোকাঠিগুলো। ডান বালিশ নাক ডাকে না বলে পাশ ফিরতে হয় না তোমায় আর।

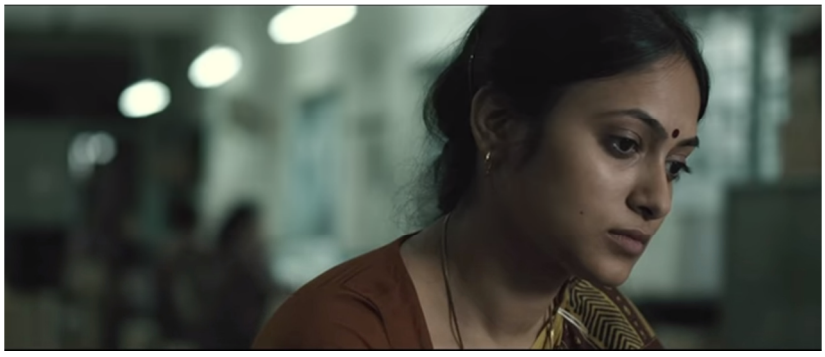

প্রেরণাসূত্র - আসা যাওয়ার মাঝে (২০১৪)

অর্ঘ্যদীপ রায়-এর জন্ম ১৯৮৯। মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক্স অ্যাণ্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক, আই-আই-টি খড়্গপুর থেকে স্নাতকোত্তর এবং আই-আই-টি বম্বে' থেকে পি-এইচ-ডি। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়-আর্বানা শ্যাম্পেন-এ পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে কর্মরত। প্রথম বই (কবিতা) 'একটি জ্যোতির্ময় শিশু আসে' (২০১৭)।

Copyright © 2020 Arghyadip Roy, Published 31st Dec, 2020.